মুসলিম নারীর
আকীদা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের রসূল মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

নবী [ﷺ]-এর বাণী: « إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ». "নারীরা পুরুষদের অর্ধেক।" [আবু দাঊদ ও তিরমিযী]

নবী [ﷺ] আরো বলেন: « الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ». "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" [মুসলিম]

এ হচ্ছে বাহ্যিক শারীরিক পবিত্রতা। আর বাকি অর্ধেক পবিত্রতা হলো আত্মিক তথা ঈমান ও আকীদার পবিত্রতা।

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের আলোকে আমরা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য আকীদার কিতাবসমূহ হতে **"মুসলিম নারীর আকীদা"** কোর্স প্রস্তুত করেছি। এ সংক্ষিপ্ত সিলেবাসটি মুসলিম নারীর জন্য শিক্ষা করা একান্ত জরুরি।

আশা করি একজন মুসলিম নারী এ থেকে সঠিক আকীদার বিশেষ জরুরি বিধানসমূহ সহজে উপলব্ধি ও সে মোতাবেক আমল করে জীবন গড়তে পারবেন।

কোর্সটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বোন ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, কোর্সটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
০২/০৭/১৪৩৫হিঃ
০১/০৫/২০১৪ইং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলিম নারীর আকীদা

একজন মুসলিম নারীর সঠিক আকীদা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে হতে হবে। যার মাঝে থাকবে না কোন প্রকার শিরক, কুফুরি ও কপটতা। এ ছাড়া তার আকীদা হবে সম্পূর্ণভাবে বিদাত ও কুসংস্কার মুক্ত।

১. আকীদা শব্দের অর্থঃ

"আকীদাহ" আরবি শব্দ এর বহুবচন "আকা'য়িদ" যার উৎপত্তি "আক্‌দ" শব্দ হতে। আক্‌দ অর্থ শক্ত গিরা ও বন্ধন যা খুলে যাওয়ার বিপরীত।

আকীদা হলোঃ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যার প্রতি তার অন্তরের শক্ত বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং তাতে কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইসলামী পরিভাষায় আকীদা হলোঃ দ্বীনের এমন কিছু বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমের দৃঢ়ভাবে অন্তর দ্বারা সত্যায়ন ও বিশ্বাস করা ওয়াজিব। আর তাতে নফ্‌সের প্রশান্তি লাভ ও দৃঢ়তা হয়, যা সর্বপ্রকার সংশয় ও সন্দেহ মুক্ত এবং সে জন্য তার জানমাল উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

২. আকীদার উৎসঃ

ইসলামী আকীদা "তাওকীফী" তথা দ্বীনের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নার উপর নির্ভরশীল। এতে কোন গবেষকের গবেষণা বা মতামত কিংবা কারো স্বপ্ন ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য নয়। উৎস ৩টি যথা:

(ক) আল-কুরআনুল কারীম।

(খ) বিশুদ্ধ হাদীস।

(গ) সাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বাণীসমূহ।

৩. সঠিক আকীদা ধ্বংসের কারণসমূহঃ

আকীদা ধ্বংসের মূল কারণ ৪টি যথা:

(ক) মূর্খতা তথা দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকা।

(খ) অন্যান্য ধর্মের বাতিল আকীদার অনুপ্রবেশ।

(গ) কুরআন ও সুন্নার উপর নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(ঘ) নিজেদের রুচি সম্মত আকীদা গ্রহণ করা।

৪. ইসলামী আকীদার বৈশিষ্ট্যঃ

১. সুস্পষ্ট ও সহজঃ যার মাঝে নেই কোন প্রকার দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা।

২. স্বভাবজাতঃ যা স্বভাবের বিপরীত বা অপরিচিত এমনটি না।

৩. স্থায়ী ও নির্দিষ্টঃ যা সর্ব স্থান, যুগ ও জাতির জন্য উপযুক্ত এবং তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটানো চলবে না।

৪. সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ভিত্তিকঃ যা অন্ধ হয়ে গ্রহণ করার বিপরীত।

৫. মধ্যবর্তিঃ যার মাঝে নেই বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি।

৫. ব্যক্তি ও সমাজের উপর ইসলামী আকীদার প্রভাবঃ

প্রথমতঃ সঠিক আকীদার মাধ্যমে ব্যক্তির উপর যে সকল প্রভাব পড়ে তার মধ্যে:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. আত্মসম্মান ও মর্যাদা লাভ। সঠিক আকীদার ব্যক্তি জানে যে, সে যেখানেই বা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন আল্লাহ তা'য়ালা তার সাথে রয়েছেন।

২. সর্বদা আল্লাহর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যদিও নিজের বিপক্ষে হয় না কেন।

৩. সব সময় প্রফুল্ল, উদ্যমী ও উৎপাদনকারী, যার মাঝে থাকে না কোন প্রকার অলসতা ও পরনির্ভরশীলতা।

৪. সাহসী, অন্যকে অগ্রাধিকার দানকারী ও নিজের জানমাল কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত।

৫. উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অধিকারী।

৬. জাগ্রত অন্তর যার দ্বারা সে সর্বদা আল্লাহকে মোরাকাবা (পর্যবেক্ষণ) করে।

৭. প্রশান্তিময় অন্তর ও চিন্তা-ভাবনায় অটল, যার মাঝে নেই কোন দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা।

৮. শক্তিশালী ঈমানী মূল্যবোধ ও মাপকাঠি, যার দ্বারা সব ধরনের মানুষ ও হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

৯. আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও ঘৃণা এবং শত্রুতা ও মিত্রতা বজায় রাখে। চাই সে একান্ত অপনজন হোক বা দূরের কেউ হোক না কেন।

১০. আত্মা, বিবেক ও শরীরের মাধ্যে ভারসাম্যতা যার একটি অপরটির উপর কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন করে না।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী আকীদা সমাজের প্রতি যে সব প্রভাব ফেলে তার মধ্যে:

(ক) ইসলামী আকীদার উম্মত সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি যার পরিচালক নবী-রসূলগণ। সর্বপ্রথম হলেন বাবা আদম (আ:) ও সর্বশেষ মুহাম্মদ (সা:)। মানব মণ্ডলীর জন্য উপকারী যাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কারো থেকে কোন কিছু নেওয়ার প্রয়োজন নেই তাদের।

(খ) যে জাতি সর্বপ্রকার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নকারী এবং দ্বিধা-দ্বন্দ করার কোন অবকাশ নেই তাদের।

(গ) যে জাতি আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসী নয় বরং তাদের কাঁধে রয়েছে মানব জাতির মুক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(ঘ) যে জাতির রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ সবার মাঝে রয়েছে সম্যতা ও সমান অধিকার।

(ঙ) যে জাতি তার প্রতিটি কাজ আকীদার ভিত্তিতে সম্পাদন করে। চাই তা য যুদ্ধে হোক বা নিরপদে কিংবা লেনদেনে হোক বা মেলামেশাতে।

(চ) যে জাতির আপসের মাঝের সেতু বন্ধন আকীদার ভিত্তিতে। ইহা পৃথিবীর কোন জাতি, রঙ, ভাষা বা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে নয়।

(ছ) যে জাতি তাদের মূল বাবা আদম (আ:)-এর সাথে সম্পৃক্ততা করে গর্বিত।

(জ) ইসলামী আকীদার সমাজ শক্তিশালী যার সম্পর্ক সীসাঢালা প্রাচিরের ন্যায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¿ মুসলিম নারী আকীদা পোষণ করে যেঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা ''ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহু'' অর্থাৎ আল্লাহ একক ও তাঁর কোন শরিক নেই।

২. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রবুবিয়াতে (কাজে), আসমা ওয়াসসিফাতে (নামসমূহ, গুণাবলী ও বৈশিষ্টে) একক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরিক নেই। আর উলুহিয়াতে তথা বান্দার সকল এবাদতের সত্যিকারে হকদার একমাত্র তিনিই।

৩. সে দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর প্রতিপালক ও মালিক, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবন ও মরণদানকারী, লাভ ও ক্ষতি তাঁরই হাতে, দানকারী ও বারণকারী এবং বিশ্ব জাহানের একমাত্র মহাপরিচালক তিনিই, যাঁর কাজে নেই কোন শরিক।

৪. আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল (সা:) যে সকল নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহকে ভূষিত করেছেন মুসলিম নারী সেগুলো আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্ত্বের জন্য যেমন উপযুক্ত তেমনি সাব্যস্ত করেন। এতে কোন প্রকার অর্থ বিলুপ্তকরণ বা পরিবর্তন কিংবা ধরণ ও সদৃশ সাব্যস্ত করেন না। আর যে সব নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকর করেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করেন।

৫. মুসলিম নারী দৃঢ় আকীদা রাখে যে, আল্লাহই একমাত্র সকল এবাদতের সত্যিকারে হকদার এবং সব ধরনের এবাদত শুধুমাত্র তাঁরই জন্য করতে হবে অন্য কারো জন্য কিছুই করা যাবে না।

৬. আল্লাহর কাজে, নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্টে এবং এবাদতে কোন নবী-রসূল, ফেরেশতা ও অলি-বুজুর্গ, জীবিত-মৃত কেউ শরিক না।

৭. সে প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা হোক বা কাজ, করণীয় হোক বা বর্জনীয়, যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন এবং করলে খুশি হন তাকেই এবাদত বলে জানে।

৮. সে সঠিক ঈমানের ভিত্তিতে, এখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে এবং সকল এবাদত কেবলমাত্র মুহাম্মদ [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ সুন্নত মোতাবেক সম্পাদন করে।

৯. মুসলিম নারী সমস্ত এবাদত মহব্বত, আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতি সহকারে আদায় করে।

১০. সে বিশ্বাস করে যে, গায়েব (কোন মাধ্যম ছাড়া অদৃশ্যের খবর জানা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এতে কোন নবী-রসূল বা ফেরেশতা কিংবা অলি-বুজুর্গ শরিক না। কারণ অন্য কেউ গায়েব জানে বা জানতে পারে বিশ্বাস করা বড় শিরক; যার পরিণাম জাহান্নাম।

১১. সে আরো আকীদা রাখে যে, জিরঞ্জীব ও অমর একমাত্র আল্লাহই। তিনি ব্যতীত সকলেই মরণশীল। চাই সে ফেরেশতা বা নবী-রসূল হোক কিংবা কোন অলি-বুজুর্গ হোক।

১২. সে ঈমান রাখে যে, কারো ভাল-মন্দ করার একমাত্র শক্তি আল্লাহরই। তিনি ছাড়া পৃথিবীর কেউ তার লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে বাঁচান তাকে কেউ মারতে পারে না আর যাকে মারেন তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৩. সে আরো আকীদা রাখে যে, ধনী-গরিব, সুখী-দু:খী, সুন্দর-অসুন্দর সবকিছুই, একমাত্র আল্লাহর হাতেই।

১৪. সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন ও যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। এ ছাড়া যাবতীয় কল্যাণ একমাত্র তাঁরই হাতে।

১৫. সে আকীদা পোষণ করে যে, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুসাস্থ্য, চাকুরী ইত্যাদি সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে যেভাবে যতকুটু ইচ্ছা করেন সেভাবে দান করেন।

১৬. সে তার চাওয়া-পাওয়া ও সাহায্য-সহযোগিতা একমাত্র আল্লাহর নিকটে সর্বদা কামনা করে।

১৭. সে শিরকী বা বেদাতী অসিলা করে না। বরং শরিয়ত সম্মত আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বা কোন নেক আমল কিংবা জীবিত উপস্থিত সৎ ব্যক্তির দোয়ার অসিলা করে।

১৮. সে নবী-রসূলদের প্রতি ঈমান বা তাঁদের ও আল্লাহর অলিদের ভালবাসার অসিলা করে। তাঁদের সম্মান বা ব্যক্তিত্ব কিংবা মর্যাদা দ্বারা বেদাতী অসিলা করে না।

১৯. সে কোন মাজার, ফকির ও পীরের নিকটে এবং দরগাহে যায় না। বরং সে সবকিছুতে একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণভরসা করে।

২০. সে কোন প্রকার তাবিজ, বিশেষ ধরনের সুতা, বালা ইত্যাদি ব্যবহার করে না। বরং প্রয়োজন হলে কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে। এ ছাড়া অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করে।

২১. সে নজর বা মান্নত মানলে একমাত্র আল্লাহর নামেই মানে এবং নিকটের ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দেয়। সে কোন মাজার বা দরগাহের নামে নজর ও মান্নত মানে না; কারণ ইহা বড় শিরক।

২২. সে ঈমানের ছয়টি রোকনের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। রোকন ৬টি যথা: আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কেতাবসমূহের প্রতি ঈমান, নবী-রসূলদের প্রতি ঈমান, শেষ দিবসের প্রতি এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান।

২৩. সে আরো দৃঢ়ভাবে জানে ও মানে যে, ইসলামের রোকন পাঁচটি যথা: (এক) দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল। (দুই) সালাত কায়েম করা। (৩) জাকাত প্রদান করা। (৪) রমজান মাসের রোজা রাখা। (৫) সামর্থ্যবান ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা।

২৪. সে ঈমান রাখে যে, আল্লাহ তা'য়ালা সপ্তম আকাশে আরশে আযীমের উপরে আছেন। তিনি সেখান থেকেই সমস্ত বিশ্বকে পরিচালনা করেন। তিনিই একমাত্র মহা ব্যবস্থাপক তাঁর কোন প্রকার শরিক নেই।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৫. সে বিশ্বাস রাখে যে, কবরের শাস্তি বা শান্তি, পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে আমলনামা, নেকি ও পাপের ওজন এবং সৎ লোকদের জন্য জান্নাত ও পাপিষ্ঠদের জন্য জাহান্নাম সবই মহাসত্য।

২৬. সে আকিদা রাখে যে, দ্বীন ইসলাম আল্লাহর নিকট হতে আগত। ইহা পরিপূর্ণ, শাশ্বত, সংরক্ষিত, সর্বযুগ ও সর্বস্থান এবং সবার জন্য উপযুক্ত।

২৭. সে বিশ্বাস করে যে, শয়তান তার চির শত্রু। তাই শয়তান থেকে সর্বদা সাবধান থাকে এবং মানবরূপী শয়তানদেরকেও চিহ্নিত করতে ভুল করে না।

২৮. সে বিশ্বাস রাখে যে, প্রিয় নবী মুহাম্মদ [ﷺ] একজন মহামানব ও মানবীয় গুণে পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের তৈরী বা গায়েব জানতেন কিংবা তিনি হাজির (সবস্থানে উপস্থিত) ও নাযির (সবকিছু দেখেন) এবং অমর এসব শিরকী বাতিল আকীদা রাখে না।

২৯. সে আকীদা রাখে যে, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জন্য যে মর্যাদা ও অধিকার দান করেছেন তাই যথেষ্ট। এর চাইতে বেশি আর কেউ দিতে পারে না।

৩০. সে কুফুরি, শিরক, কপটতা, বিদাত, কুসংস্কার, উপকথা ও কল্পকাহিনীকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে এবং এসব হতে সর্বদা অনেক দূরে থাকে।

৩১. সে আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করে। কোন দল, সংগঠন বা মাজহাব অথবা পীরের তরীকা কিংবা দেশ বা ভাষা কিংবা রঙের ভিত্তিতে কাউকে ভালবাসে না। সে অমুসলিমকে পূর্ণ ঘৃণা করে ও মুমিনকে পূর্ণ ভালবাসে। আর পাপী মুসলিমদেরকে যতটুকু ভাল ততটুকু ভালবাসে এবং যতটুকু খারাপ ততটুকু ঘৃণা করে।

৩২. সে কারো প্রতি অভিশাপ দেয় না এবং কারো অবদানের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩৩. সে বিপদের সময় আল্লাহর ফয়সালাকে একান্তভাবে মেনে নেয় এবং কোন প্রকার শরিয়ত পরিপন্থী কথা বলে না বা কাজ করে না।

চলবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com